R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা —স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (-দ.দাঠাকুর)

৭৪ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা। রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে মাঘ, বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সাল। নগদ মূল্য ঃ ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

+মাদ্রাসী ডাক্তারখানা+
মাদ্রাজের ডাঃ এস, এন, রাও
(B.A.M.S.)
আয়ুর্বেদীক (অর্শ স্পেশালিস্ট)
-আইলের উপর ফুলতলা মোড়)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
অর্শ, নালি, ঘা, ভগন্দরের গ্যারান্টি সহ চিকিৎসা বিনা অপারেশনে করে থাকি। পাঁচদিনের মধ্যে গ্যাজ বাহির করি ও নির্মূল করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় রোগী দেখিবার সময়ঃ সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

জঙ্গিপুর পুর প্রশাসনে গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ চলছে

বিশেষ প্রতিবেদকঃ জঙ্গিপুর পুর প্রশাসনে ঢিলেমির ঐতিহ্য আবহমানকালের। তবু আগে কাজ হয়েছে। দু'চার পয়সা এদিক ওদিক হলেও পুকুর চুরি হয়নি। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সুযোগ পেলে কোন অর্থই পুর ভাণ্ডারে জমা পড়ে না। নিয়মমাফিক পুর এলাকায় ইঁট পোড়াতে হলে একটা কর পুরসভাকে দিতে হয়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাতে ঐ বাবদ তেমন কোন টাকা জমা নাই। পুরসভার কাজ দেখা শোনার জন্য সরকার থেকে একজন এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তিনিও ঝুটঝামেলা এড়াতে চোখ বুজেই থাকেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনের শেষ পর্যায়ে নতুন করে দায়িত্ব নিয়েও সব কিছু এড়িয়ে চলেন। পুরসভার কর্তৃত্বাধানে কয়েক বছর আগে এখানে একটি সার প্রকল্প করা হয়। প্রকল্পের প্রয়োজনে একটা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সার তৈরী বা বিক্রি করে পুর অর্থ ভাণ্ডারে কত টাকা জমা পড়েছে এ হিসাব কে রাখেন? এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধানও কোন কমিশনার করেছেন বলে কেউ জানে না।

অবৈধ অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ বর্তমান বোর্ডে রেওয়াজে ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দামস বিলকে কাজে লাগালে কাবিলপুর সোনা ফলাবে

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাগরদীঘি থানার কাবিলপুর গ্রামের উত্তরে ভাগীরথী আর দক্ষিণে বিশাল জলে পূর্ণ দামস বিল। দামসের মাছের একটা সুনাম এই মহকুমার আছে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর থেকে এই বিল বে-বন্দোবস্তের ফলে মাছ চাষে ব্যাপক ক্ষতি দেখা দিয়েছে। অন্য দিকে দামসের তীরবর্তী জমি বিশেষ উর্বরা। এই মাটিতে যেমন তেমন করে চাষ করে চাষীরা প্রচুর সব্জী ফলাচ্ছেন। জনৈক চাষী জানান, তাঁরা যদি দামস এবং ভাগীরথী থেকে রিভার পাম্পের সাহায্যে সারা বছর সেচের জল পান তাহলে তাঁরা বারোমাস বিভিন্ন সব্জী ফলাতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে জঙ্গিপুর মহকুমাকে সব্জী উৎপাদনে রাজ্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছে দেবার আশা রাখেন। কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এই এলাকা এতো অবহেলিত যে এখানে সেচ বিদ্যুৎ, রাস্তা কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। বর্ষায় এই এলাকার গ্রামগুলোর সঙ্গে শহরের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতে আশ্চর্য্য লাগে—এখনকারই মানুষ জয়নাল আবেদিন সি-পি এমের সংসদ সদস্য। তিনিও গ্রামের উন্নতির ব্যাপারে কোনদিন মাথা ঘামাননি। এ অভিযোগ গ্রামবাসীদের। শুধু তাই নয় নিকটবর্তী গ্রাম কান্তনগরের পরেশ দাসও এ অঞ্চলের সি-পি এমের বিধান সভার সদস্য। দু'জন জনপ্রতিনিধি ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসির দাপট কাদের স্বার্থে

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার বর্তমান ওসি গোলাম মোস্তফার কাজকর্মে সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট। আমাদের দপ্তরে সাইদাপুরের ক্যাম্প ইনচার্জকে লেখা তাঁর একটি চিঠির ফটো কপি এসেছে। তাতে তাঁর দাপটের কিছু নমুনা ফুটে ওঠে। চিঠিখানির বক্তব্য "পুর্বাহ্নেকের বাড়ীর লোকজনকে গতকাল সন্ধ্যায় কতকগুলি লোক মারধোর করেছে। Enquiry করে লোকগুলিকে ধরে থানায় পাঠাবেন। লোকগুলোকে না পেলে ঘরদোর ভাঙ্গচুর করবেন।" তাঁর চিঠির বয়ানেই প্রমাণিত হয় তিনি আইন নিজের হাতে তুলে নিতে ভালোবাসেন। নইলে বর্তমান জমানায় কোন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এ ধরনের আদেশ কেউ আশা করতে পারেন না। আবার এ হেন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারকে 'থিয়েটার' ইঁট ভাটার মালিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ত্রাণ কর্তার ভূমিকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ইঁট ভাটার মালিক আইনাল সেখের বিরুদ্ধে তাঁর এক নারী শ্রমিক শ্রীলতা হানির অভিযোগ আনলে এই ওসি শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর দারোগা প্রভাব খাটিয়ে ঘটনাটি চাপা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন ও শ্রমিকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। গত '১৪ অক্টোবরের" আর একটি ঘটনায়

রঘুনাথগঞ্জ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, মুর্শিদাবাদ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে মাঘ বুধবার ১৩৯৪ সাল

আমরা কি ডুবিতেছি !

বর্তমানে দেশে যে অবস্থা চলিতেছে তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে আমরা ক্রমশঃ ডুবিতেছি। যাঁহারা আমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তা, যাঁহারা এ দেশের নেতৃত্ব পদে আসীন তাঁহারাও নিজেদের মধ্যে মত ও পথ লইয়া এমন বিভ্রান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করিতেছেন যে সাধারণ মানুষ কোনটি উদ্ধারের পথ তাহা বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না। প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে ভারতবর্ষ আত্মতেজে বলীয়ান হইয়া বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহা আজ ঐক্য বিনিষ্টি ক্রীড়ায় মাতিয়াছে। আজ আর কেহই আপনাকে ভারতবাসী না ভাবিয়া বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, বিহারী ভাবিতেছে। আবার শুধু প্রাদেশিক ভাবধারাতো দূরের কথা ভারতবাসী আজ চিন্তা করিতেছে সে হিন্দু বা মুসলমান, গোর্খা না ঝাড়খন্ডী, আদিবাসী না আর্য্য। বিচ্ছিন্নতাবাদের কলুষিত আবহাওয়া সমগ্র দেশের বাতাস বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। নেতারা একে অন্যকে অসৎ অনীতিবান প্রতিপন্ন করিতে গিয়া সকলেই সাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছেন। দেশের দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যে মানুষকে অসহায় বিভ্রান্ত করিতেছে। নেতাদের পরস্পর আক্রমণ প্রতি আক্রমণে শক্তি ক্ষয়ের সুযোগে অসাধু ব্যবসাদাররা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে বিপাকে ফেলিতেছে। সরকারী শাসন যন্ত্রকে কেহই ভয় পাইতেছে না। তাঁহারা সার বুঝিয়াছে, যে দল যে রাজ্যে ক্ষমতাবান তাহাকে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে কোন আঘাত লাগিবে না। যখন রাজ্য তাহাদের বিরোধিতা করিবে তখন কেন্দ্রের অধিকর্তাদের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেই সর্ববিপদ ত্রাতা হিসাবে তাঁহারাই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে মাৎস্য ন্যায় যে প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ কি ? সে কারণেই শোষণের নাগপাশ হইতে মানুষ উদ্ধার পাইবার প্রচেষ্টায় ন্যায় নীতির পথ খুঁজিয়া না পাইয়া আপাত মধুর বিচ্ছিন্নতাবাদের পথকেই আত্মরক্ষার শ্রেয় পন্থা ভাবিতেছে। একে অপরকে শোষক ভাবিয়া নিজ গোষ্ঠী প্রাধান্য সপ্রতিষ্ঠ করিতে ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হইতেও দ্বিধা করিতেছে না। প্রাক স্বাধীনতা যুদ্ধের যে সব নির্লোভ নেতৃত্বে আজও জীবিত আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থ ত্যাগের, আত্মত্যাগের ফলে এ কোন অবস্থার সৃষ্টি হইল চিন্তা করিয়া হতাশগ্রস্ততায় ভুগিতেছেন ; দেশবাসীর সম্মুখে পথ দেখাইতে অবতীর্ণ হইতে সাহস পাইতেছেন না। নেতারা মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ প্রভৃতির নাম লইয়া রাজনীতির ব্যবসার মত্ত হইয়াছেন। সততা লুপ্ত প্রায়। অর্থ গৃধ্নুতা স্বার্থ-সর্বস্ব বর্তমান দেশের আপামর জনগণ যেন তেন আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিতে প্রযত্নবান। দেশের কি হইল, দেশবাসীর কি হইল ইহা দেখিবার বা বুঝিবার কাহারো অবসর নাই। এখনও সময় আছে। নেতারা আপন আপন সত্তা বিসর্জন দিয়া যদি আবার দেশমাতৃকার উদ্ধারকে কর্তব্যকর্মরূপে চিন্তন করিয়া উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন তবেই দেশ রক্ষা পাইবে। নচেৎ সর্বনাশা ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় এদেশের নাই।

এইড্‌স্ কি জীবাণু যুদ্ধের প্রস্তুতির ফসল ?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ 'এইড্‌স্' নামটির সঙ্গে পরিচিতি আজ ঘরে ঘরে। নামটি কানে গেলেই আতঙ্কে যে কোন দেশের মানুষ চমকে উঠে। এ বীজাণু দেহে একবার প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে শরীরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে যায় এবং মৃত্যু অবধারিত হ'য়ে উঠে। অনেকের সুচিন্তিত অভিমত বল্গাহীন নারী-সম্ভোগ, এবং সমকামিতা এই রোগের প্রধান কারণ। তবুও ভারতবর্ষের মত শান্ত দেশেও এইড্‌স্ এর রোগী পাওয়া গেছে ৫৯ জনের মত। সম্প্রতি কলকাতার এক বাঈজীর দেহেও এইড্‌স্ এর বীজাণু পাওয়া যায় বলে সংবাদ আসে। শোনা যাচ্ছে যথেচ্ছা সম্ভোগ তত্ত্বের উদ্গাতা ভগবান রজনীশও নাকি এই রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন। অবশ্য মার্কিন প্রচার বিভাগ ঘোষণা করেন আফ্রিকার সবুজ প্রজাতির বানরের কামড় থেকে এইড্‌স্ এর উৎপত্তি। অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এ তথ্য বিজ্ঞান সম্মত নয় বলে জানিয়েছেন। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করেছেন এইড্‌স্ এর জীবাণু, বীজাণু সংক্রান্ত গবেষণার বাই প্রোডাক্ট। এর জন্য দায়ী আমেরিকারই গবেষকরা। এরা ক্যান্সারের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই তুলবশতঃ এইড্‌স্ সৃষ্টি করে বসে। এবং তাঁদের গবেষণাগার থেকেই এই জীবাণু মুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেদের দোষ ঢাকতেই আমেরিকা থেকে তাই আফ্রিকান নীল প্রজাতির বানরের কথা প্রচার করা হচ্ছে। এই সব বৈজ্ঞানিকরা বলেন— আমেরিকা জীবাণু যুদ্ধে ব্যবহারের প্রয়োজনে উৎকট ধরনের জীবাণু আবিষ্কারে মদত দেয়। তাঁদের গবেষণাগার ফোর্ট ডেরিকে এই জীবাণু সৃষ্টি করা হয় এবং তার পরীক্ষা চালাতে বেছে বেছে নেওয়া হয় দীর্ঘ মেয়াদী কারাবন্দীদের উপর। বন্দীদের সাথে তাঁরা নাকি এক চুক্তি করেন যে যদি বন্দীরা তাদের দেহে পরীক্ষা চালাতে দেয় তবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদিকে মুক্তি দেওয়া হবে। ১৯৭৮ সালেই এ কারণেই এইড্‌স্ ছড়িয়ে পরে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের অভিমত এই রোগ ছড়িয়ে দিয়ে আমেরিকা উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলিকে তাঁদের কব্জায় আনতে চায়। এঁরা চান এইড্‌স্ এ সব দেশে ছড়িয়ে পড়লে তা ঠেকানোর জন্যে তাঁদের ডাক পড়বেই এবং সেই সুযোগে তাঁরা উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলিতে তাঁদের বিভিন্ন তৎপরতা চালাবার সুযোগ পাবে।

এস, কে, ইউ, এস লি এর সেলস-ম্যান বেতন পাচ্ছেন না

ধুলিয়ান ঃ দিঘরী এস কে ইউ এস লিঃ এর সেলসম্যান চিত্তরঞ্জন পাল গত আগষ্ট ১৯৮৬ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর পাওনা বেতন পাচ্ছেন না। বার বার সমিতির সম্পাদক মোঃ সিদ্দিক হোসেনকে লিখিতভাবে জানান সত্ত্বেও তাঁর বেতন তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় সরকার থেকে যে এডহক ৫০. হারে মাসিক ভাতা দেওয়া হয় সেই ৯০০ টাকা সমিতি সরকারী তহবিল থেকে পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীপালকে দেননি। শ্রীপালের পাওনা সর্বমোট ৪৩০০ টাকা। এই ক'মাসে তাঁর পাওনা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও সমিতির নিয়ম মত ধুলিয়ান ইউকো ব্যাঙ্কে জমা পড়েনি বলেও জানা যায়। তার উপর তিনি চাকরীর জামিন বাবদ যে ৫০০০ টাকা জমা দেন, তারও কোন হিসাব নেই। তাঁর অভিযোগ, সম্পাদক নিজের খেয়াল খুশিমত তাঁর টাকা আটকিয়ে রেখেছেন। শ্রী হোসেন এস ইউ সির স্থানীয় একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি গত নির্বাচনে অরঙ্গাবাদ কেন্দ্র থেকে এম এল এ হবার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এরূপ (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বালিয়া নেতাজী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ জানুয়ারী বালিয়া নেতাজী সংঘের ১৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। যথোচিত মর্য্যাদার স্বার্থে নেতাজীর জন্ম জয়ন্তীও ক্লাব সদস্যরা পালন করেন। ৪ দিনের এই উৎসব ২৩ জানুয়ারী ক্লাবের নিজস্ব পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে শুরু হয়। ২৪ জানুয়ারী ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাউরা শিশু সংঘ নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে শীল্ড লাভ করে। ২৫ জানুয়ারী ৫ কিমি রোড রেসে ৩৯ জন অংশ নেন। বিজয়ী প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়কে বিশেষ পুরস্কার ও অপর সকলকে শংসা পত্র দেওয়া হয়। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ী তিনজনকেও পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়াও ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন শিল্পীদের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শেষ দিবস ২৬ জানুয়ারী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ৩৯তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের মাধ্যমে উৎসবের পরিসম্পাপ্তি ঘটে।

সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

জঙ্গিপুর ঃ সারা দেশের সাথে জঙ্গিপুর মহকুমাতেও ৩৯তম সাধারণতন্ত্র দিবস বিপুল উৎসাহে পালিত হয়। সকাল ৮-৩০ মিনিটে মহকুমা শাসকের অফিস-প্রাঙ্গণ থেকে প্রাক্তন দৌড়বীররা মশাল দৌড় শুরু করেন ও রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করেন। সকাল ৯টায় মহকুমা শাসক শ্রীমতী রিনচেন টেম্পো আই-এ-এস জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পুলিশ ও হোমগার্ড বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব ও স্থানীয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শারীরিক ক্রীড়াকৌশল, যোগব্যায়াম ও ব্রতচারী নাচ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের সাথে চাঁদপাড়া আদিবাসী সংঘের সদস্যেরা লোকনৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে। দুপুরে মহকুমা শাসকের দল বনাম স্থানীয় ক্লাবগুলির খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ম্যাকেঞ্জি পার্কে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক শিক্ষামূলক চলচিত্র দেখান হয়। (তথ্য দপ্তর)

সেলসম্যান বেতন পাচ্ছেন না

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রভাবশালী এক শ্রমিক নেতার কাছ থেকে একজন শ্রমিক কর্মচারী এ রকম ব্যবহার কোন ক্রমেই আশা করতে পারেন না। স্থানীয় অধিবাসীদের দাবী শীঘ্রই শ্রীপালকে তাঁর নায্য বেতন দেওয়া হোক, কিংবা কি কারণে তাঁকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না তা সকলকে জানানো হোক।

টাকার শ্রাদ্ধ চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়িয়েছে। পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখার্জীর জমানায় এপারে ও ওপারে গরু ঘোড়ার গাড়ীতে, নৌকায় টিকিট মারা ও ট্যাকস আদায় করার কাজে দু'জন স্থায়ীভাবে নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন। কিন্তু পুরসভার ঐ দুটি পদ বরাবরই কমিশনের ভিত্তিতে চলে আসছিল। জনৈক প্রাক্তন কমিশনার জানান, এ নিয়োগের ব্যাপারে সরকারী কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি। পাঁচজন স্থায়ী অফিস পিওন থাকা সত্ত্বেও আপতজনের রক্ষার্থে আরোও একজন অফিস পিওন নেওয়া হয়েছে দৈনিক ২০ টাকা মজুরীতে। ইলেকট্রিক পোলগুলিতে বাতি জ্বলে কিনা দেখার জন্য প্রাক্তন পুরপতি গৌরীপতি চ্যাটার্জীর আমলে জমাদার ও সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শককে মাসিক ১৭-৫০ পয়সা ভাতা দেওয়া হোত। এখন সেখানে ঐ কাজে একজন সুপারভাইজার, একজন স্থায়ী পিওন এবং দু'পারে দু'জ অস্থায়ী কর্মীকে মাসিক ৬৬০ টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাতেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। যে পোলে বাতি খারাপ হচ্ছে তার রিপোর্ট পুরসভায় সাতদিনেও পেঁছায় না। পাড়ার লোককে নিজেদের গরজে সংবাদ দিতে হয় পুর দপ্তরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পূর্বে যেখানে ৪৫ টাকা খরচ হতো সেখানে বর্তমানে খরচ বেড়ে কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে। তুঘলকি কান্ডের এমন নিদর্শনও আছে—পুরসভার বিভিন্ন কাজ নিয়ে একই দিনে তিনটি দলকে কলকাতার পাঠাতে একজনকে দিয়ে যেখানে সব কাজ করান যেত সেখানে পাঁচজনের ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে পুর তহবিল থেকে। অফিসের ভালো বৈদ্যুতিক পাখাকে অকেজো দেখিয়ে নতুন পাখা লাগানোর ঘটনাও সম্প্রতি এখানে ঘটেছে। অকেজো দেখানো পাখাগুলোকে নিজেদের অনুগত কর্মীদের মধ্যে অল্প দামে বিক্রি করে কিছু কর্মীকে হাতে রাখার চেষ্টা চালানো হয়েছে। মোট কথা—আমলাতান্ত্রিক খামখেয়ালীপনায় ক্ষত না দিলেও গা এলিয়ে দিয়েছেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। ফলে কর্মীদের মধ্যে 'লুটে পুটে খা' মনোভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

শহীদ দিবসে সর্ব দলীয় প্রার্থনা সভা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩০ জানুয়ারী জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবসে মহকুমার সর্বত্র শহীদ দিবস পালিত হয়। ঐ দিনই সকাল ৮টায় জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিসে সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মহকুমা শাসক শ্রীমতী রিনচেন টেম্পো, আই-এ-এস। বেদ-গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনান স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিরঞ্জন শাস্ত্রী, কোরাণ পাঠ করেন মৌলানা ফিরোজ উদ্দিন। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনান মহকুমা শাসক শ্রীমতী টেম্পো। বাইবেল পাঠ করেন পিটার পাউরিয়া। রামধুন সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় সংগীত শিক্ষক সত্যগোপাল দাস। গান্ধীজীর জীবনী সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহঃ প্রধান শিক্ষক বিনতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাড়ীতে বাড়ীতে নির্বাচনী প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী। নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছেন প্রত্যেকটি দল। দেওয়াল লিখন, পোষ্টারিং জোর কদমে। মাইকে প্রচার তো চলছেই। কংগ্রেসও বামদল উভয়ের কাছেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের মূল্য বর্তমানে অনেক বেশী। গ্রাম বাংলার ভিত শক্ত করতে পারায় বামফ্রন্ট শর পর তিনবার পশ্চিমবাংলার বিধান সভা দখল করতে সমর্থ হয়েছে। তাই পঞ্চায়েত নির্বচনে গ্রামবাংলাতে ভিত যাতে আরোও শক্ত হয় সেদিকে তাঁরা কড়া দৃষ্টি রেখেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসও ভিতে ঘা দিতে বদ্ধপরিকর। গ্রামের মানুষ বর্তমানে অতিমাত্রায় সচেতন। সে কারণে উভয় দলই শুধুমাত্র প্রচারে নির্ভর না করে ব্যক্তিগত সংযোগ রাখার নূতন ধারায় চলতে চাইছেন। ভোট প্রচারে প্রার্থী বা দলবলেরা এখন গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে ভোট ভিক্ষা করছেন।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর বাবুবাজারে সদর রাস্তার সন্নিকটে নয় শতক জায়গার উপর বাসের উপযোগী দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ নিখিলের চিমনির ভাটা, পিয়ারাপুর ও জঙ্গিপুর সংবাদ।

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

পুরসভার নয়া ট্যাক্স এ্যাসেসমেণ্ট নিয়ে শহরে করাতঙ্ক

রঘুনাথগঞ্জ : পুরসভা এক আদেশ বলে পুর অধিবাসীদের জানিয়েছেন নতুন কর কাঠামো ঠিক করার জন্য কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল আসছেন। তাঁদের কার্যের সুবিধার জন্য প্রতিটি হোল্ডিং মালিককে কোয়েশ্চেনারী ফর্ম পুরসভা থেকে নিয়ে ফর্মের নির্দেশানুযায়ী বিবরণ পেশ করতে হবে। এই আদেশ জারী হওয়ার পর হঠাৎ শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যেমন তেমন বাড়ীর উপর বাৎসরিক হাজার টাকার মত নাকি কর ধার্য্য হবে। যাদের পয়সা আছে এমন কিছু নাগরিক একত্রিত হয়ে হাইকোর্টে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পাবার জন্য মামলা করেছেন বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসাদার ও পুর কমিশনারও আছেন বলে জানা যায়। মামলার খরচের জন্য চাঁদা তোলাও হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া ছোট মালিকেরা আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছেন। তাঁদের মনে ভয় ঢুকেছে যে শেষ পর্য্যন্ত কর দিতে না পারায় তাঁদের একমাত্র অবলম্বন ছোট ছোট ভাঙ্গাবাড়ীগুলিও অধিগৃহীত হবে ও তাঁরা গৃহহীন হয়ে রাস্তায় বসবেন। বিচিত্র বিষয় জন প্রতিনিধি পুর কমিশনাররাও কিন্তু এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তেই সাহায্য করছেন। প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রকার সুষ্ঠু বিবৃতি দিয়ে প্রকৃত ঘটনা কি তা জানিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন না। পুর অফিস বা সরকারী প্রশাসন থেকেও শহরের এ করাতঙ্ক দূর করাতে কোন চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। ফলে স্বার্থসর্বস্ব কিছু মানুষ এই সব অশিক্ষিত দরিদ্রদের ধোঁকা দিয়ে তাদের ভীতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটছেন বলে জানা যাচ্ছে। বুদ্ধিজীবী মানুষদের দাবী পুর প্রশাসন পরিষ্কার বিবৃতি দিয়ে জানান প্রকৃত ঘটনা কি? সরকারী প্রশাসনের তরফ থেকে শহরে আতঙ্ক দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ওসির দাপট কাদের স্বার্থে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাজারপাড়ার বাসিন্দারা চোরাই চামড়াসহ জনৈক ভুদু সেখের ডব্লু এম এইচ ৪২০নং ম্যাটাডরটি আটক করে ছ জন হোমগার্ড দিয়ে থানায় পাঠালেও রহস্যজনকভাবে ভুদু সেখকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন কি বর্ডার এলাকার আট কিমির মধ্যে সরকারী আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জমজমাট হাট বসিয়ে গরু কেনাবেচা চালাচ্ছে ওপারের মানুষেরা। এ সব দেখেও দেখছেন না বর্তমান থানা প্রশাসন। এঁরই নির্দেশে পিরোজপুর চরের গোয়ালাদের বাথান ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে চর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। পরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আবার তাদেরকে চরে যেতে দেওয়া হয়। ধনপতনগর সংলগ্ন জয়নগরে এখনও খুনী আসামী আব্বাস সেখ মানুষজনকে ভয় দেখিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তাকে ধরার কোন চেষ্টা হয় না। অত্যাচারিত দুর্বল গ্রামবাসীরা প্রাণ হাতে করে বাস করলেও তাদের কোন আবেদনেই কান দেয় না রঘুনাথগঞ্জ থানা। গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ, মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা, বড়শিমুল এলাকায় গুন্ডামী সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে যারা তাদের বিরুদ্ধে এই থানা নির্বিকার। তাই সাধারণ মানুষ বর্তমান ওসি গোলাম মোস্তফার কাছে জানতে চান— তাঁর দাপট কাদের স্বার্থে?

কাবিলপুর সোনা ফলাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকা সত্বেও কাবিলপুরের মানুষের দুঃখ মোচনের কোন ব্যবস্থা হল না। বর্তমানে দামোস বিলে মাত্র তিনটি আর এল আই রয়েছে। সেগুলিতে অন্য অঞ্চল উপকৃত হচ্ছে। কাবিলপুর অঞ্চলের চাষীরা পাম্পসেট দিয়ে জল সেচ করে ফসল ফলাচ্ছেন। কাবিলপুর এলাকায় দামোসে যদি আর এল আই বসানো যায়, তাহলে এলাকার মাঠের পর মাঠ সোনা ফলাবে।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

মি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেণ্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকানে)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ।
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, স্যুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউণ্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেডি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।